মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যা ॥ নরপিশাচদের বিচার দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, *কুমিল্লা থেকে*

গণধর্ষণের পর এ্যাসিড ও পেট্রোল ঢেলে মাদ্রাসার মেধাবী ছাত্রী রাশিদাকে হত্যার ঘটনার মূল হোতা চার সন্ত্রাসীর একজনকেও পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। অন্যদিকে মেধাবী ছাত্রী রাশিদার গ্রাম কুমিল্লার চান্দিনার মোহনপুরজুড়ে এখন শুধু শোকের মাতম। নরপিশাচদের বিচারের দাবিতে গ্রামের সব মানুষ ঐক্যবদ্ধ। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই এখন তাদের দাবি। পুলিশের বিরুদ্ধেও মানুষের ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে।

গত ২২ মে রাত ১১টার দিকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হওয়ার পর একই গ্রামের দুদু মিঞার বখাটে ছেলে রিপন, তার সহযোগী জামাল, কাওসার ও খোকন তাকে তুলে নিয়ে প্রথমে পালাক্রমে ধর্ষণ ও পরে রাশিদা তাদের চিনে ফেলায় এ্যাসিড ও পেট্রোলে তাকে ঝলসে দেয় নরপিশাচরা। এ ঘটনার পাঁচ দিন পর রাশিদা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। এ রকম একটি নৃশংস ঘটনার পর চান্দিনা থানা পুলিশ ছিল এ ব্যাপারে চরম উদাসীন। পরদিন ২৩ মে রাত ১০টার দিকে চান্দিনা থানায় ফোন করে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে কর্তব্যরত অফিসার এ রকম ঘটনা জানে না বলে জানিয়েছেন এ প্রতিবেদককে। অথচ এ ঘটনাটি কুমিল্লা শহরে সেদিন ছিল টক অব দ্য টাউন। ঘটনার পর কুমিল্লা আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তা শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। তিন দিন আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময়ে তার শরীর পচে দুর্গন্ধ বের হলে তাকে ঢাকা মেডিক্যালে স্থানান্তর করা হয়। ২৪ মে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী রাশিদার চিকিৎসার জন্য ৫ হাজার টাকা প্রদান করেন তার বোন ফরিদার কাছে। পুলিশ ঘটনার তিন দিন পর ২৬ মে মূল আসামীদের ধরতে ব্যর্থ হয়ে প্রধান আসামী রিপনের মা ও আসামী কাওসারের মা এবং রিপনের ভগ্নিপতি ইব্রাহিম, আসামী কাওসারের দুই চাচাত ভাই জামাল ও ইব্রাহিম এবং অন্যতম আসামী জামালের চাচাত ভাই মিলন এই ৬ জনকে আটক করে পরদিন ২৭ মে কোর্টে চালান দেয়। ২৭ মে গভীর রাতে রাশিদা মারা যায়। ২৮ মে বিকালে তার লাশ গ্রামের বাড়িতে আনা হলে শত শত মানুষ ভিড় জমায় মোহনপুরে তাদের বাড়িতে। শোকার্ত মানুষের মুখে মুখে একটাই কথা 'নরপিশাচদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যেন আর কোন মেয়ের জীবনে এমন কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।' পাশাপাশি গ্রামের মানুষের মধ্যে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল। তাদের অভিযোগ, এত দিনে কেন আসামীদের ধরতে পারেনি পুলিশ?

রাশিদার লাশ দেখে তার পিতা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তার ভাইবোনদের আহাজারিতে সেখানকার বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। বিকালেই তাকে দাফন করা হয়।

পুলিশ কোন আসামীকে ধরতে না পারায় গ্রামবাসীদের ক্ষোভ

কুমিল্লা ঃ (বাঁ থেকে) চান্দিনায় গণধর্ষণ ও এ্যাসিডে পুড়িয়ে মারা রাশিদার লাশ মঙ্গলবার গ্রামের বাড়ি আনা হলে শোকার্ত মানুষের ভিড়, লাশ দেখেই তার বাবা আঃ রহমান অজ্ঞান হয়ে পড়েন, আত্মীয়স্বজনের আহাজারি —জনকণ্ঠ

MAY 30 2002